অসীম রায়

শব্দের খাঁচায়

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

মনীষা

যাঁরা খাঁচায় থাকতে রাজী ন'ন তাঁদের জন্যে

লেখকের অন্য উপন্যাস :

একালের কথা

গোপাল দেব

দ্বিতীয় জন্ম

রক্তের হাওয়া

দেশদ্রোহী

ফুটপাথে ফুলের গল্প (কবিতা)

কুঠিঘাটা

॥ এক ॥

সারা গায়ে ঘুঁটেভর্তি পাঁচিলটার ছ্যাৎলাপড়া মাথার ওপরেই টিংটিঙে এক শিউলির কয়েকটা ডাল। তার গায়ে সাতজন্ম রঙ না-ফেরানো হলদে কালো সাদায় মেশা দোতলা বাড়িটার পাশে খোলা ড্রেন পার হয়েই পাড়ার ক্লাবের মাঠ মানে এক চিলতে ঘাস-চটা জমি যেখানে মাঝেসাঝে ব্যাডমিন্টন খেলার মারফত তারুণ্য টিকিয়ে রাখবার মর্মান্তিক চেষ্টা। তারপর দু-তিনটে শিব-মন্দিরের বুকে প্লাইউডের কারখানা আর সেখানে স্তূপাকার কাঠের পাশে গঙ্গাস্নান ফেরত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের 'জয় বাবা' আর্তধ্বনি পথহারা, সে আওয়াজ প্লাইউড কারখানার ঘর্ঘরে নিমজ্জিত।

বিশ বছর আগেও যাঁরা এদিকে এসেছেন বা দু-এক রাত কাটিয়েছেন তাঁদের কাছে এ স্থানের পরিবর্তন প্রায় পি. সি. সোরকারের ইন্দ্রজাল। অবশ্য বরানগর মানেই গলি। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ভদ্রমহোদয়গণ মিউনিসি-প্যালিটির মামাকাকাদের ধরে বাড়ির সীমানা বাড়াতে বাড়াতে রাস্তা আরও সর্পিল সংকুচিত করে তুলেছেন। তবে জামানা রাস্তা কিংবা নতুন বাড়িতে নয়— পাল্টেছে মেজাজে।

কারণ এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়। বরানগরের গা দিয়ে যে গঙ্গা বয়ে গিয়েছে সেদিকে পশ্চিমাস্য হয়ে রামকৃষ্ণ একদা তাঁর জগজ্জননীর ধ্যান করেছেন আর সেই ধ্যান টেনে এনেছে কলকাতার বহু ধনী নির্ধনকে। বাবুদের এই বাগানবিলাসের জায়গাকে এক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দান করেছে এই গঙ্গা। তখন অনেক পাপীতাপী মানুষের কাছে পূতসলিলা ভাগীরথী আক্ষরিক সত্য। কিন্তু এখন অত্যধিক লোকের চাপে কলের জলের চাপ কমে যাওয়ায় জলাভাবই প্রধানত গঙ্গাস্নানের কারণ। আশেপাশের পুকুর বুজিয়ে যেখানে-সেখানে বাড়ি উঠেছে, যে কটা আছে সেগুলো স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে ময়লাস্থান— আকণ্ঠ আবর্জনায় পূর্ণ। টিউবওয়েলের সামনে লম্বা লাইন। কাজেকাজেই গঙ্গাস্নান। মাঝে মাঝে কিছু বয়স্ক লোকজন 'মা তারা' কিংবা